ছিন্নমূল শিশুদের জন্য

সুরভী একটি বিশ্বাস— এ শ্লোগান দিয়ে সমাজকর্মী সৈয়দা ইকবাল মানত বানু তারা স্বপ্নের প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলেছিলেন ১৯৭৯ সালের ১ ফেব্রুয়ারি। সানু নামের একটি অসহায় ছোট্ট মেয়েকে নিয়ে সুরভীর যাত্রা শুরু হয়। সমাজের ছিন্নমূল, অবহেলিত শিশুদের শিক্ষা, প্রশিক্ষণের সুযোগ, সুবিধা দিয়ে সমাজে প্রতিষ্ঠিত করাই ছিল তার মূল্য লক্ষ্য। তাই সুরভী একটি সমাজকল্যাণ প্রতিষ্ঠান হিসাবে গড়ে উঠেছে।

সমাজের দরিদ্র, বঞ্চিত, অধিকারহীন শিশুদের অন্যতম ঠিকানা আজ সুরভী। সাধারণত দিনমজুর, গৃহপরিচারিকা, রিক্সাওয়ালা, ঠেলাগাড়িওয়ালা, বস্তি অর্থাৎ দরিদ্র জনগোষ্ঠীর শিশুরা, যাদের পথে ঘুরে বেড়ানো ছাড়া কোন উপায় নেই তাদের এখানে বিনা পয়সায় শিক্ষা দেয়া হয়। ঢাকায় ১১টি ও ঢাকার বাইরে ৮টি শাখা রয়েছে সুরভীর। গত ১৬ বছরে এ সমস্ত শাখায় ১ লাখ ৫২ হাজার নিরক্ষর শিশুকে শিক্ষা দেয়া হয়েছে। বর্তমানে ৫০ হাজার ছাত্রছাত্রী রয়েছে সুরভীর বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে। ছাত্রছাত্রীদের বিনা পয়সায় বই, পড়াশোনার বিভিন্ন উপকরণ, স্কুল ড্রেস, ব্যাগ ইত্যাদি দেয়া হয়। এ প্রসঙ্গে ইকবাল মানত বানু বলেন, "দেশের অবহেলিত, বঞ্চিত শিশুদের সুসংগঠিত করে শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের মাধ্যমে সমাজে প্রতিষ্ঠিত করাই আমার স্বপ্ন।

সব শিশুরই ভালভাবে বেড়ে ওঠার অধিকার আছে। তাই এ সমস্ত শিশু যেন কারও অবহেলা, বঞ্চনার শিকার না হয়, তারাও যেন নিজেদের দক্ষ ও কর্মক্ষম করে গড়ে তুলতে পারে, সমাজে শান্তি ও ঐক্যের সাথে বসবাস করতে পারে এটা আমার সব সময়ের চেষ্টা ও প্রত্যাশা। বঞ্চিত শিশুদের একটু সাহায্য সহযোগিতা করলে, তাদের সুযোগ-সুবিধা দিলে তারাও যে দেশের সুনাগরিক হিসাবে গড়ে উঠতে পারে তার প্রমাণ সুরভী। সুরভী থেকে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত পড়া শেষ করে আজ অনেকে কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ছে, কেউ কেউ

সম্পূর্ণ নিজ উদ্যোগে দ
সুরভী কাজ করে যাচ্ছে
সমাজের ধনী ব্যক্তি, স
করেন ইকবাল মানত ব
সুন্দর ভবিষ্যত রচনা ক
করেন।